গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১

বিষয়ঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রিমিডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান) বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ০৭/০৭/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)'র ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : কে এম আব্দুস সালাম
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সভার তারিখ : ০৭/০৭/২০২০ খ্রি:

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হ'ল।

উপস্থাপনাঃ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয় । সভাপতি কমিটির সদস্য সচিব ও প্রকল্প পরিচালককে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার আহবান জানান । সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের নিম্নোক্ত মূল কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন ।

২.১ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, জাতীয় উদ্যোগের আওতায় অ্যাসেসকৃত ১৫৪৯টি তৈরী পোশাক শিল্প (RMG) কারখানায় বিভিন্ন নিরাপত্তা ঝুঁকি সংক্রান্ত রিমিডিয়েশন/সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন তদারকির লক্ষ্যে মূলত এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । কারখানা মালিক কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যবস্থাপনায় রিমিডিয়েশন/সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন করে । প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্রগ্রাম জেলায় অবস্থিত গার্মেন্টস শিল্প কারখানায় কারখানা পরিদর্শন এবং কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বা ক্যাপ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্প কারখানা হতে কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত ড্রইং ও ডিজাইন সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ড্রইং ও ডিজাইন রিভিউ/পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনপূর্বক অনুমোদনের জন্য টাস্কফোর্সে উত্থাপন করা হয়। টাস্কফোর্স-এর সুপারিশ অনুসারে কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিমিডিয়েশন/রেট্রোফিটিং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কি না তা এ প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

২.২ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**
প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ৮৮৪.৪৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং বিগত ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১০৬৮.২৪ লক্ষ টাকা বা ৪৬.৪৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০% ।

০৩। **আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ** সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৩.১	সভায় প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পিআইসি সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা পিএসসি সভায় অনুমোদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয় । প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা গ্রাফ আকারে (পাই চার্ট/বার চার্ট ইত্যাদি) মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি'তে প্রেরণের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয় ।	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা পিআইসি সভার অনুমোদন সাপেক্ষ পিএসসি সভায় অনুমোদন করা হবে।
৩.২	পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি জানান যে প্রকল্পের বিবিধ খাতের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নতুন কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্ত করতে হলে পিআইসি সভার সুপারিশ মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনসহ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের গাইড লাইন অনুসরণ করেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন ।	প্রকল্পের বিবিধ খাতের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নতুন কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্ত করতে হলে পিআইসি সভার সুপারিশ মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনসহ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৩.৩	সভায় ডিপিপিতে উল্লিখিত পিএসসি ও পিআইসি সভার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এ সভা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত পিএসসি ও পিআইসি সভার আয়োজন করতে হবে।

৩.৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ এবং বাস্তবায়ন অন্তরায়সমূহ অপসারণের নিমিত্তে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকল্প পরিচালক IMED এর সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ রাখবেন।
৩.৫	সভায় কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হচ্ছে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	প্রকল্প বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন দিতে হবে।
৩.৬	প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দের ভিত্তিতে ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮, পিপিএ ২০০৬, অর্থ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের গাইড লাইন অনুসরণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রকল্পের ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮, পিপিএ ২০০৬, অর্থ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এবং পরিকল্পনা কমিশনের গাইড লাইন অনুসরণ করতে হবে।

০৪। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/৭/২০

(কে এম আব্দুস সালাম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি